Satre

সাঁত্রে একজন ফরাসী দার্শনিক। তাঁর মতে মানুষের অস্তিত্ব তার স্বারবর্মের পূর্ববর্তী। তিনি বলেন কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করে তার স্বারবর্ম বা গুণের স্বীকার করা সম্ভব নয়। সাঁত্রে Being-in-itself ও Being-for-itself-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। জড়বস্তু হল Being-in-itself. এই সত্তা নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝায় না। চেতনা হল Being for itself. চেতনা হল intentional। চেতনা সর্ব-সময় বিষয়মুখী।

* The ego is not in consciousness which is utterly transcendent but in the world and like the world it is the object of conciousness.

ব্যক্তি স্বাধীনতা: সাঁত্রের মতে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এই অর্থে যে, তার অতীতের কৃতকর্মের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মের কোনো সম্পর্ক থাকে না। তাঁর মতে আমাদের কর্ম জীবনে আছে শূন্যতা (nothingness)। মানুষ প্রতি মুহূর্তে অতীতের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজেকে সৃষ্টি করে। সাঁত্রে বলেছেন - "Man is condemned to be free."

Scanned by CamScanner

অস্তিত্ববাদী দর্শন

সত্তোদ্ভূত সমস্যা কোন বিজ্ঞানের সমস্যা নয়, বা এটা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না, এটা কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনা করা যায় না। মানুষের আত্ম আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা বা movement সেখান থেকেই সত্তা-জনিত সমস্যা উঠে আসে। এখানে প্রশ্ন হল মানুষের এই যাত্রা কী ধরনের? এর উত্তরে অস্তিত্ববাদীরা বলেন মানুষ সবসময় তার নিজের স্বরূপকে খুঁজতে চায়। মানুষের স্বরূপ হল সম্ভাবনাময় সত্তা বা একটা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা। মানুষ একটা সম্পূর্ণ প্রদত্ত বস্তু-স্বরূপ নয়। সে একটা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া, সে সব-সময় চেষ্টা করছে তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে রূপ-দান করতে। এটাই তার আত্ম আবিষ্কারের উদ্দেশ্য যাত্রা। এর মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়। একে বলে Transcendent.

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন জ্যাঁ পল সাঁর্ত্রে। তাঁর সময়কাল ছিল — 1905 — 1980 সাল।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হল স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার ধারণাটি অস্তিত্ব-বাদে অস্তিত্ব ও আবশ্যিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

Scanned by CamScanner